ভোরের কাগজ

তারিখ ০৯ ২০০২
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

শামসুন্নাহার হল তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে চিহ্নিত দোষীদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে?

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর উদ্বেগ

এহসানুল হক : শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট পর্যালোচনা শুরু করেছে সরকার। এ পর্যায়ে তদন্ত রিপোর্টে চিহ্নিত দোষীদের তালিকা থেকে অনেকের নাম বাদ দেওয়ার পাঁয়তারা চলছে বলেও সংশ্লিষ্ট সূত্রে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এদিকে ঢাকা ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরাজমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে জোট সরকার বেশ উদ্বিগ্ন। গতকাল রোববার এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীকে ডেকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তার উদ্বেগের কথা জানান।

প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্বেগ সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি এখনো পর্যন্ত পর্যালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন সরকারের সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকরা। এমনকি শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট ৬ দিন আগে সরকারের হাতে পৌঁছলেও এখনো তা পর্যালোচনাই করা হচ্ছে। এ পর্যায়ে তদন্ত রিপোর্টে চিহ্নিত দোষীদের তালিকা থেকে অনেকের নাম বাদ দেওয়ার পাঁয়তারা চলছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে সরকারের একটি উচ্চ পর্যায়ের সূত্র থেকে।

সচিবালয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল দুপুরে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ দপ্তরে প্রায় ৩ ঘণ্টা অফিস করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী বুয়েটের সংঘটিত ঘটনা অবহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়াকে ডেকে পাঠান। মান্নান ভূঁইয়া পূর্বনির্ধারিত এনজিও বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক বাতিল করে তড়িঘড়ি করে ছুটে যান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে। পরবর্তী সময়ে আরো কয়েকজন সিনিয়র মন্ত্রীকে ডেকে নেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী তাদের সঙ্গে বুয়েট পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। দুপুর দেড়টায় বুয়েট কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেন। বুয়েটের ভিসি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার আগে শিক্ষামন্ত্রীসহ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকল স্থানে গোটা পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছেন এবং সবুজ সংকেত পাওয়ার পরই বুয়েট বন্ধ ঘোষণা করেছেন বলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সূত্রটি জানায়।

একই সূত্রে আরো জানা গেছে,

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

শামসুন্নাহার হল তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে

● প্রথম পাতার পর

বুয়েট বন্ধ ঘোষণা দেওয়ার পর পরই প্রধানমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রীকে ডেকে পাঠান। প্রধানমন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরাজমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতির ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। তিনি এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্রুত স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে শিক্ষামন্ত্রীকে নির্দেশ দেন। পূর্বনির্ধারিত তারিখ মোতাবেক আগামী ১২ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত স্থগিত এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া কর্মসূচি, বুয়েটের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ করণীয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরাজমান অস্বাভাবিক পরিস্থিতির ব্যাপারে গতকাল প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করেন বলে জানা গেছে।

এদিকে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি ভোরের কাগজকে বলেন, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধ ও খোলার এখতিয়ার সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। গতকালকের বুয়েটের পরিস্থিতি ভিসি তাকে অবহিত করেছিলেন। তবে বন্ধ করার ব্যাপারে ভিসি কোনো আলোচনা করেননি বলে তিনি জানান। শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরাজমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হচ্ছে। স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও সুশীল সমাজের সঠিক সহযোগিতা কামনা করেন। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েট খোলার ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে শিক্ষামন্ত্রী বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দায়দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করে এড়িয়ে যান।

আরেক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শামসুন্নাহার হলের ঘটনার তদন্ত রিপোর্টটি সরকারের সংশ্লিষ্টরা পর্যালোচনা করছেন। পর্যালোচনার পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে তিনি জানান। উল্লেখ্য, শামসুন্নাহার হলের ঘটনার পর পরই সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দোষীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে সরকারের একটি উচ্চ পর্যায়ের সূত্র অভিযোগ করে বলেন, পর্যালোচনার নামে ক্ষমতাসীন দলের আশীর্বাদপুষ্ট দোষীদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার পাঁয়তারা চলছে। একজন কর্মরত বিচারপতি কর্তৃক প্রণীত তদন্ত রিপোর্টের পর্যালোচনা করে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের অমর্যাদা করা হচ্ছে বলেও সূত্রটি মন্তব্য করেন।